দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 20 MAY 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

46

19

চুয়াডাঙ্গার বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে

চুয়াডাঙ্গা, ১৮ই মে (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণসহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব, বই-খাতা-কলমসহ কাগজের মূল্য বৃদ্ধির ফলে চুয়াডাঙ্গায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটছে। ফলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আশংকাজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলাসহ ৪টি উপজেলায় মোট ২৪৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এ ছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু সরকার অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়। শুধুমাত্র জেলা এবং উপজেলা শহরের দু'একটি বিদ্যালয় ছাড়া বাদবাকী প্রায় সকল বিদ্যালয়ের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। এই সমস্ত বিদ্যালয় অধিকাংশই টিনের ছাউনি ও বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরী। এছাড়া খড়ের ছাউনি দিয়ে তৈরী বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় আছে ফলে বর্ষায় সময় সামান্য ঝড় বৃষ্টি হলেই এসব ছাউনি উড়ে যায়। গত বন্যায় এবং ঝড় বৃষ্টিতে যে সমস্ত বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তা সংস্কার হয়নি। এমন অনেক পাকা বিদ্যালয় আছে যেগুলি প্রতিষ্ঠার পর হতে আজ পর্যন্ত সংস্কার করা হয়নি। অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের শ্রেণী কক্ষের অভাবে গাছতলায় বসে ক্লাস করতে হয়।

অধিকাংশ সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক টেবিল চেয়ার, বেঞ্চ, আলমারি ও ব্লাকবোর্ড নেই। ছাত্র ছাত্রীদের মেঝেতে বসে ক্লাস করতে হয়। শিক্ষকগণও চেয়ারের অভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লাশ করেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটি পাঠাগার আবশ্যক হলেও শতকরা ৯০ ভাগ বিদ্যালয়ে কোন পাঠাগারের ব্যবস্থা নেই। জেলা ও উপজেলা সদরের দু একটি স্কুলে পাঠাগার থাকলেও বই রয়েছে অত্যন্ত কম। ফলে, শিক্ষকরা সহ ছাত্র ছাত্রীরা জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ছোট ছোট ছাত্র ছাত্রীদের বিদ্যালয় সংলগ্ন পানীয় জলের প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী হলেও শতকরা ৫০ ভাগ বিদ্যালয়ে কোন নলকূপ নেই। কোথাও কোথাও থাকলেও সেসব নলকূপ অচল হয়ে রয়েছে। পায়খানা-প্রস্রাবখানার কোন সুব্যবস্থা নেই। নিয়মিত পরিষ্কার না করায় তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে রয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ নেই। কিছু কিছু পুরাতন বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ থাকলেও ক্রীড়া চর্চার উপকরণ ও ক্রীড়া বিষয়ক শিক্ষকের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা খেলাধুলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।